প্রথম আলো

তারিখ 21 MAR 2009
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

‘ফাঁকি’ দেওয়ার শাস্তি পায়ে শিকল

কল্যাণ ব্যানার্জি, সাতক্ষীরা ●

মা-বাবার ইচ্ছা, ছেলে আবুল কাশেম (১০) মাদ্রাসায় পড়বে। একদিন তাঁরা ছেলেকে সাতক্ষীরা সদরের ফাতেমাতুজ্জোহরা হাফিজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তিও করে দেন। সেখানেই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা। ছোট্ট কাশেমের মন মানে না। তাই কাউকে না বলেই মাঝেমধ্যে সে বাড়ি চলে আসে। কিন্তু এই ‘ফাঁকি’ মেনে নিতে পারেনি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ। তারা কাশেমের পায়ে শিকল পরিয়ে দেয়। শিকলের চাপে কাশেমের পা কেটে গেলেও মন গলে না কর্তৃপক্ষের। তারা এক পা থেকে খুলে আরেক পায়ে শিকল পরায়। একই শাস্তি দেওয়া হয়েছে আরেক ছাত্র নূরুজ্জামান সরদারকেও (১২)। খবর পেয়ে গতকাল শুক্রবার পুলিশ গিয়ে তাদের উদ্ধার করে। এ সময় ওই শিকলও জব্দ করা হয়।

আবুল কাশেমের বাড়ি সাতক্ষীরা সদরের সুলতানপুর এলাকায়। বাবার

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

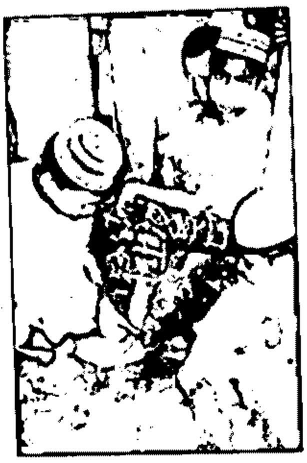

পুলিশের উপস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ গতকাল আবুল কাশেম ও নূরুজ্জামান সরদারের পায়ের শিকল খুলে দেয় ● ছবি : প্রথম আলো

‘ফাঁকি’ দেওয়ার শাস্তি পায়ে শিকল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নাম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। নূরুজ্জামানের বাড়িও একই এলাকায়। তার বাবার নাম কুরবান আলী সরদার। উদ্ধারের পর পুলিশ ওই দুই ছাত্রকে অভিভাবকদের কাছে হস্তান্তর করে।

সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) দায়িত্বে থাকা উপপরিদর্শক (এসআই) ফিরোজ জানান, গতকাল দুপুর ১২টার দিকে এক ব্যক্তি থানায় টেলিফোন করে জানান, ফাতেমাতুজ্জোহরা হাফিজিয়া মাদ্রাসায় দুই ছাত্রকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। তাদের মানসিকভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে। এ খবরে সোয়া ১২টার দিকে পুলিশ মাদ্রাসায় গিয়ে ওই দুজনকে শিকলে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পায়। কাশেমকে পরানো শিকলের এক প্রান্ত বাঁধা ছিল তার ডান পায়ে, আরেক প্রান্ত জানালার গ্রিলের সঙ্গে আটকে তালা দেওয়া হয়েছিল। নূরুজ্জামানের কোমরে ও বাঁ পায়ে শিকল পরিয়ে তালা দেওয়া ছিল। পুলিশের নির্দেশে এক ছাত্র [illegible] তালা খুলে দেয়। উদ্ধারের পর তাদের অভিভাবকদের জিম্মায় দেওয়া হয়। এ সময় শিকল ও তালা জব্দ করা হয়। এ ব্যাপারে পুলিশ সদর থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছে।

উদ্ধারের পর আবুল কাশেম জানায়, ‘আমার মাদ্রাসায় পড়তে ভালো লাগে না। আমি স্কুলে পড়তে চাই। কিন্তু মা-বাবা জোর করে এখানে রেখে গেছে। মাদ্রাসার অধ্যক্ষের ধারণা, পালিয়ে যেতে পারি, এ জন্য আমাকে বেঁধে রাখা হয়। প্রথমে বাঁ পায়ে শিকল লাগিয়ে তালা দেওয়া হয়। শিকলে ওই পা কেটে গেলে ডান পায়ে শিকল বাঁধা হয়। ডান পা কেটে গেলে তার ওপর কাপড় বেঁধে শিকল পরিয়ে রাখা হয়। ওই অবস্থায় আমাকে টানা ৮-১০ দিন রাখা হয়।’

নূরুজ্জামান জানায়, ‘আমারও এখানে পড়তে ভালো লাগে না। স্কুলে পড়ার কথা বলায় আমাকে এক খুঁটির ওপর শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। ওই অবস্থায় পড়াশোনা, খাওয়া, গোসল, নামাজ ও বাথরুম সারতে হয়। সঙ্গে আরেকজনকে রাখা হতো। সে আমার ওপর নজর রাখত।’

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও কুরবান আলী বলেন, কাশেম ও নূরুজ্জামান ঠিকমতো পড়াশোনা করে না। সুযোগ পেলেই মাদ্রাসা থেকে পালিয়ে [illegible]। শিক্ষকদের বলা হয়েছিল [illegible] তাদের শাসন করতে। এ জন্য [illegible] তাদের বেঁধে রাখেন, যাতে ফের [illegible] না পারে।

মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আব্দুর রশিদ দাবি করেন, ওই দুজনের আগে কোনো ছাত্রকে বেঁধে রাখা হয়নি।